ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৬১২
আগরতলা,২৫ জুলাই,২০১৮

ত্রিপুরার সামগ্রিক বিকাশে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার জন্য ত্রিপুরার সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ত্রিপুরা সরকার সেই দিশায় কাজ করছে। আজ আগরতলার মেলারমাঠে নবনির্মিত ত্রিপুরা হজ ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী। ত্রিপুরার উন্নয়নে এই সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। এখানে রয়েছে ক্যুইন প্রজাতির মতো আনারস। রয়েছে রাবার, কাঁঠালের মতো ফল ও বাঁশ। আর রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাস। এই সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরাকে দেশের মধ্যে একটি উন্নত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা যাবে।

ত্রিপুরা হজ ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে কোনও রাজ্যের উন্নয়নে একটি জরুরি বিষয় হলো- নেশামুক্ত সমাজ। কারণ নেশামুক্ত দেশ বা রাজ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠে। এজন্যই চীন, জাপান, দুবাই, আমেরিকা, সৌদি আরবের মতো দেশগুলি বিশ্বের মধ্যে উন্নত দেশ বলে পরিচিতি পেয়েছে। নেশামুক্ত হওয়ার পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে যে দেশ বা রাজ্য উন্নত সেই দেশ বা রাজ্য সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার সংকল্প নিয়ে কাজ করছে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক চিন্তাধারা রাজ্যের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বার্থান্বেষী একটি শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সমাজকে বিভাজিত করতে চাইছে। রাজ্য সরকার এই বিভাজন মুছে দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর দেখানো পথ ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’ নীতিতে রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশে কাজ করে চলেছে। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকার তাদের দীর্ঘ শাসনে ত্রিপুরাকে একটি স্বনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারেনি। এই সময়ে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলো। অথচ রাজন্য আমলেও ত্রিপুরা ছিলো স্বনির্ভর। ত্রিপুরার নতুন সরকার ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর করার জন্য নতুন চিন্তাধারা-নতুন দিশায় সমগ্র ত্রিপুরাবাসীকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছে। এজন্য নেওয়া হয়েছে স্বচ্ছ নিয়োগনীতি। এর ফলে প্রকৃত গরীব মেধাবীরাই তাদের অধিকার পাবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, রাজ্যের সংখ্যালঘু অংশের মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর কি কি কর্মসূচি নিয়েছে তার উল্লেখ করে বলেন, রাজ্যে এখন সংখ্যালঘুদের কল্যাণে ৩৭টি বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচির কাজ চলছে। এর মধ্যে ৩৩টি হলো প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি।

***২-এর পাতায়

তিনি বলেন, ত্রিপুরা সকল ধর্মের এক মিলনক্ষেত্র। সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে পালন এবং উপভোগ করতে পারেন। সংখ্যালঘু কল্যাণমন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, রাজ্যের হজ যাত্রীরা যেন সকলে একসাথে মিলে মিশে থাকতে পারেন এবং হজযাত্রায় যেতে পারেন সে জন্যই কেন্দ্রীয় হজ কমিটির নির্দেশিকা অনুসারে কেন্দ্রীয় হজ কমিটি ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় এই হজ ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে এই হজ ভবনটি নির্মাণ করা হয়। ভবনটি নির্মাণে মোট ব্যয় হয়েছে ৭ কোটি ১৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। ৪ তলা বিশিষ্ট ভবনটিতে ১০৮টি শয্যা রয়েছে। ভবনটি নির্মাণ করেছে ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত দপ্তর।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরা থেকে এবছর ১৫০ জন হজযাত্রী হজ-এ যাচ্ছেন। এর মধ্যে ৫১ জন মহিলা এবং ৯৯ জন পুরুষ হজযাত্রী রয়েছেন। গত বছর ত্রিপুরা থেকে ১২৩ জন হজযাত্রী হজ-এ গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ২০১৭ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা থেকে ১৩৭৩ জন হজযাত্রী হজ-এ গিয়েছেন। ত্রিপুরা হজ ভবনের দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরের সচিব এম এল দে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন দপ্তরের অধিকর্তা কে বি চৌধুরী। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার, ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক জহিরউদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন।

*****